রুহীর
প্রথম পাঠ
শাহেদ আলী

রু[illegible] প্রথ[illegible] পা[illegible]ঠ

শা[illegible]

ছবি এঁ[illegible]লম

বাংলাদেশ বে[illegible]ক [illegible]ইটি লিঃ

www.pathagar.com

রুহীর প্রথম পাঠ

অধ্যাপক শাহেদ আলী

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০৬

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ
রুবাইয়াত ইসলাম

মুল্য ঃ ৫২.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

RUHIR PRATHAM PATH (Ruhi's First Lession) : by Shahed Ali, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000. Phone- 9569201, Dhaka, Bangladesh. Price Tk. 52.00 US$ 3.
ISBN.-984-493-093-6

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

"রুহীর প্রথম পাঠ" গ্রন্থটি মূলতঃ একটি ছোটগল্প। দেশের অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলীর 'রুহীর প্রথম পাঠ' গ্রন্থটি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ প্রথম প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। শুধু শিশু-কিশোরেরা নয় সকল মানুষকে এই গ্রন্থটির মাধ্যমে মুসলমানদের পবিত্র কলেমা অর্থাৎ তওহীদের শিক্ষা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের দেব-দেবী বা পূঁজা অর্চনা সম্পর্কে একটি ধারনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ইলাহ্ কি ? ইলাহ্ হলো সেই সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র শক্তি যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্! প্রত্যেক পিতা-মাতাকে তার সন্তান-সন্ততির কৃত-কর্মের জন্য মহান আল্লাহ-তায়ালার নিকট জবাবদিহী করতে হবে।

বইটিতে রুহীকে নিয়ে লেখা হয়েছে। আর রুহী হচ্ছে একজন কমলমতী বালক। পিতা-পুত্রের কথোপকথন নিয়েই গল্পটি রচিত হয়েছে। রুহীর কৌতুহল হলো দুনিয়া ও আসমানের মালিক মহান রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে জানার তীব্র আকাঙ্খা। আল্লাহ্র পরিচয় জানতে পারলেই মানুষ সৃষ্টিতে তার নিজের পরিচয় জানতে পারে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলীর পরিশ্রমলব্ধ **'রুহীর প্রথম পাঠ'** গ্রন্থটি শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য, গর্বিত ও আনন্দিত। প্রকাশনা জগতে এ ধরনের বইয়ের তীব্র অভাব রয়েছে। কচি ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী শিশু-কিশোরেরা এই বইটি সাদরে গ্রহণ করলে অথবা তাদের গুরুজনদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম ও আয়োজন সার্থক হবে।

এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

লেখকের কথা

মানুষের জীবন অর্থহীন নয়, তার একটা লক্ষ্য আছে, এ দাবী সকলেই করে থাকেন। কিন্তু সে লক্ষ্য স্থির করতে গিয়েই যতো মুশকিল। লক্ষ্য স্থির করতে না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছুনো যাবে কেমন ক'রে? পৃথিবীতে আমরা যতো দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি-বিশৃংখলা দেখি তার মূলে রয়েছে এই লক্ষ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা, বিভ্রান্তি অথবা অস্পষ্টতা।

কলেমা মানুষকে তার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণা দেয়। তার জীবনকে করে তোলে অর্থপূর্ণ। দিক-চিহ্নহীন সমুদ্দুরের বুকে কলেমার শিক্ষা 'তওহীদ' যেন ধ্রুবতারা। কিন্তু কলেমার মর্ম সম্বন্ধে ধারণা হলেই মানুষ বুঝতে পারে তওহীদ কী- আর তখুনি তার জীবনের লক্ষ্যটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে কলেমার সবক হচ্ছে প্রথম সবক, প্রথম পাঠ। এই প্রথম পাঠের অর্থ না বুঝলে গোড়াতেই গলদ থেকে যায়- এই গলদ আর সারা-জীবনেও মানুষ শুধরাতে পারে না, তার জীবন হয়ে পড়ে লক্ষভ্রষ্ট। রুহীর প্রথম পাঠে শিশু-কিশোরেরা যে ভাষা বোঝে কেবল সেই ভাষায় গল্পচ্ছলে কলেমার তাৎপর্য বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ পাঠ কেবল শিশু-কিশোরেরই প্রথম পাঠ নয়, আসলে সকল মানুষেরই প্রথম অবশ্যিক পাঠ বলে আমি মনে করি। কারণ, এ সবক স্রষ্টা সম্বন্ধে যে স্পষ্ট ধারণা দেয় তারই উপর নির্ভর করে মানুষের সত্যিকার দৈহিক, মানসিক ও রূহানী প্রগতি। আল্লাহ্‌র পরিচয় জানতে পারলেই মানুষ সৃষ্টিতে তার নিজের পরিচয় জানতে পারে- নিজের ভূমিকা চিনতে পারে।

আল্লাহ্‌কে এবং নিজেকে চেনার প্রথম পাঠ হবে, এই প্রত্যাশায় 'রুহীর প্রথম পাঠ' লিখিত হয়েছে। আমি জানি না আমি আমার দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পেরেছি।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জান্নাতবাসিনী
আছিয়া, আমিনা, মেহেরুন্‌নেসা ও
ফাতেমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

মাথায় গোল টুপী। বগলে কায়দা। ছোট ছোট পা ফেলে মসজিদ থেকে ঘরে ফিরলো রুহী। হুজুর আজ কলেমা শিখিয়েছেন।

কলেমা সে মুখে মুখে শিখে ফেলেছে, কিন্তু মানে বোঝেনি। মনে মনে আওড়াতে লাগলো- লা-ইলাহা ইল্লাল্-লাহ্। কী এর অর্থ, আব্বুকে জিগ্‌গেস করে জেনে নেবে।

আব্বু ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যাবেন। তিন মাইল দূরে এক নদী। সেই নদীতে মাঝে মাঝে তিনি মাছ ধরতে যান। সারাদিন বসে থাকেন। কোনোদিন মাছ পান, কোনোদিন পান না।

ভারী গলায় আব্বু বললেন- হুজুর মানে শেখান নি?

www.pathagar.com

-না আব্বু, বড় বড় চোখ করে রুহী আব্বুর মুখের দিকে চেয়ে বলে।

- মানে না বুঝলে মুখস্থ করে কী হবে-? বলেন আব্বু, কাল তোমার হুজুরকে বলো, তিনি যেন মানে বলে দেন।

রুহী বলে, আব্বু- হুজুরের সামনে কেউ কথা কইতে সাহস পায় না।

আব্বু হেসে ফেললেন- ঠিক আছে, আমি তোমার হুজুরকে বলে দেবো। তিনি যেন মানে শিখিয়ে দেন।

কাল তাহলে হুজুরের কাছে কলেমার মানে জানতে পারবে। কী মজাই না

হবে! নতুন যা কিছু শেখা যায় তাতেই তো আনন্দ। রুহী আব্বুর কথায় ভারী খুশী হলো।

www.pathagar.com

- এখন চলো, আব্বু বললেন, আজ মাছ ধরতে যাবো।

কী মজা! খুশীতে রুহী লাফাতে লাগলো। মাথার টুপী খুলে রাখলো, পাজামা ছেড়ে হাফ প্যান্ট পরলো। আব্বু তাঁর সাথে মাছ ধরতে যাবার জন্য বল্‌ছেন। সে আব্বুর সাথে মাছ ধরতে যাবে। মাছ ধরার তার কতো শখ। অথচ আব্বু তাকে কখনো সাথে নেন না। আজই তাকে সংগে যেতে বল্‌ছেন।

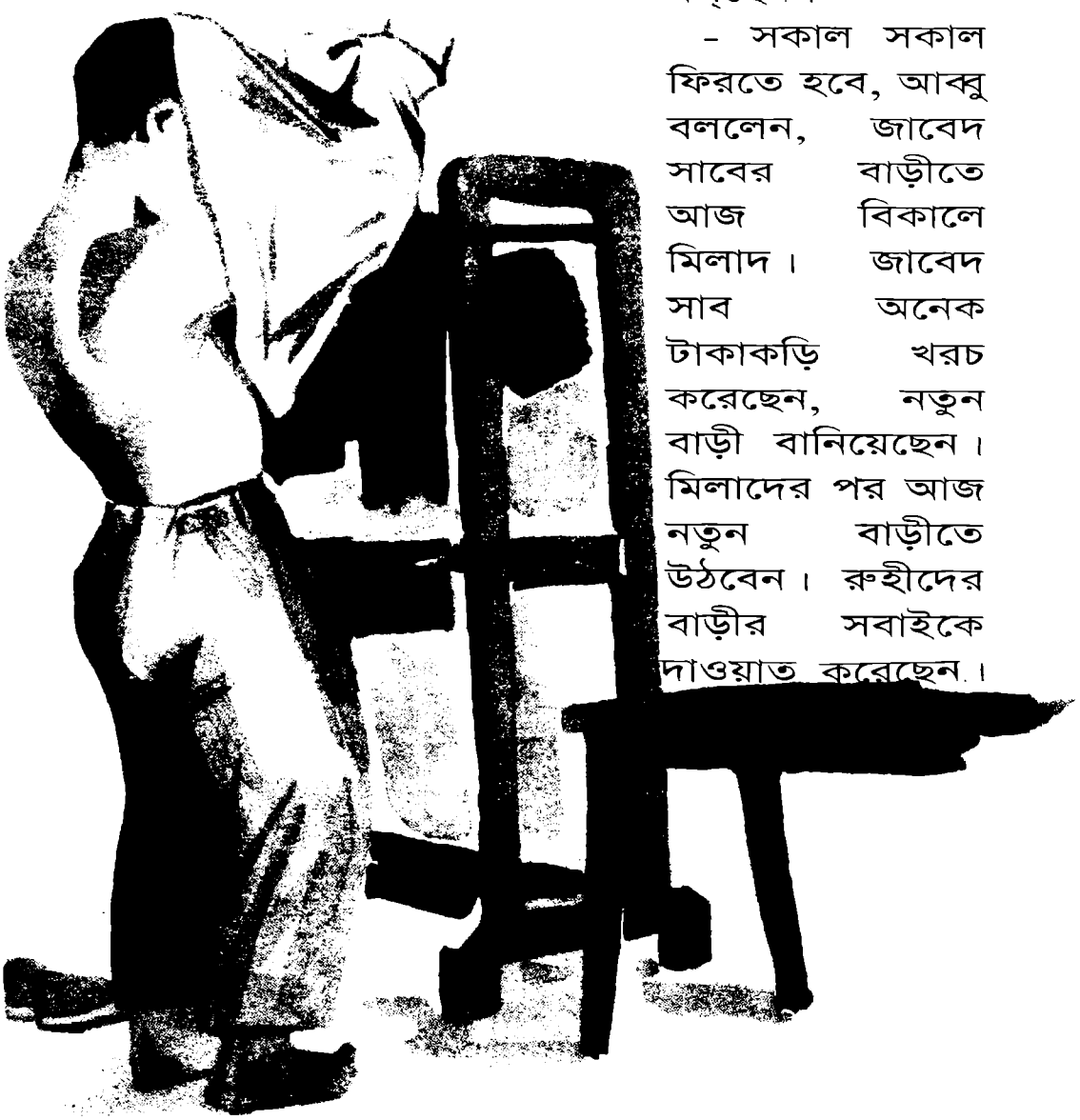

- সকাল সকাল ফিরতে হবে, আব্বু বললেন, জাবেদ সাবের বাড়ীতে আজ বিকালে মিলাদ। জাবেদ সাব অনেক টাকাকড়ি খরচ করেছেন, নতুন বাড়ী বানিয়েছেন। মিলাদের পর আজ নতুন বাড়ীতে উঠবেন। রুহীদের বাড়ীর সবাইকে দাওয়াত করেছেন।

www.pathagar.com

রুহীর হাতে খলুই, একটা থলেতে কিছু খই, মুড়ি আর পিঠা। আব্বু নিলেন দুটি ছিপ, মাছের টোপ আর বগলে একটি ছাতা।

রোদ তেতে উঠছে।

বাঁশ ঝাড়ের মাঝ দিয়ে, এপাড়া সে পাড়া হয়ে, মাঠ পাড়ি দিয়ে তারা চলছে।

পথের পাশেই পড়লো ছোট্ট একটি ঘর। সামনেই একটি ছোট্ট উঠান। উঠানের একদিকে কয়েকটা পাতা-বাহারের গাছ। এক কোণে ফুটে আছে গেঁদা ফুল।

সেই ঘরটির সামনে ক'জন মেয়েলোক আর পুরুষলোক। ওরা দুয়ারে নুয়ে মাটিতে কপাল ঠেকাচ্ছে, একজনের পর আরেকজন।

ব্যাপার কী! রুহী পথ থেকে নেমে উঠানে সেই লোকগুলির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়-দেখে, ঘরের ভেতরে কয়েকটি পাথর।

www.pathagar.com

১১ রুহীর প্রথম পাঠ

www.pathagar.com

রুহী কিছু বুঝতে পারে না। ওখান থেকে সরে এসে আবার পথে ওঠে আর হাঁটতে হাঁটতে জিগ্‌গেস করে, এখানে ওরা কী করে আব্বু?

- পূজা করে।

- পূজা ! পূজা কী আব্বু?

- দেবতার তারিফ করা, তাকে খুশী করার জন্য তাকে ডাকা-তার পায়ে ফল-ফুল দেওয়া, আব্বু বলেন।

ওরা তাহলে দেবতার পূজা করে! রুহী বিস্মিত হয়- কিন্তু দেবতা কৈ? রুহী বলে, কতোগুলি পাথর যে!

- পাথরকেই ওরা দেবতা মনে করে।

- সে আবার কী, রুহীর চোখে বিস্ময়। পাথর আবার খুশী হয়, রাগ করে কেম্‌নে?

- কেন পারে না? প্রশ্ন করেন আব্বু।

- পাথর কিছু করতে পারে? রুহীই আবার বলে।

আব্বু এবার হেসে ফেলেন- কেমন করে করবে?-হাঁটতে হাঁটতে বলেন- আব্বু, পাথরের কি জান আছে? পাথর কি বোঝে, কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ! পাথর কি বলতে পারে এটা করো, ওটা করো না? পারে না। পাথরের কোন ক্ষমতাই নেই।

www.pathagar.com

১৩ রুহীর প্রথম পাঠ

www.pathagar.com

রুহী চুপ করে আব্বুর কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করে।

- ওরা মনে করে এইগুলিই ওদের ইলাহ্, আব্বু আবার বলেন।

- ইলাহ্! রুহী বলে, ইলাহ্ কী আব্বু?

- ইলাহ্ হলো সেই সকল ক্ষমতর অধিকারী একমাত্র শক্তি আল্লাহ্, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা যার গোলাম। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। যিনি সবকিছু জানেন, সবকিছু করতে পারেন।

www.pathagar.com

- এই পাথরগুলি তো কিছুই করতে পারে না, তবু এগুলিকে মানুষ ইলাহ্ মনে করে! তাজ্জব তো!

পাড়া ছাড়িয়ে তারা গিয়ে পড়লো এক মাঠে। নতুন পথ। পথে কাজ হচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে বড় বড় পাথরের স্তুপ; ছেলে-মেয়েরা হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙছে---- এর পর সড়কে বিছিয়ে দেবে।

রুহীর হাসি পেলো। মানুষ পাথর গুড়ো করে ফেলছে আর এই পাথরকেই কিনা মানুষ ইলাহ্ মনে করে পূজা করে!

দু'জন পথ চল্‌ছে। মাঝে মাঝে রুহী এটা ওটা প্রশ্ন করে, আব্বু জবাব দেন। একবার পথের পাশে পড়লো এক বিশাল বটগাছ। কতো ঝুরি নেমেছে!

www.pathagar.com

তা যেন হলো--- তবে বটগাছের তলায় অতো ভীড় কেন? ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ জমায়েত হয়েছে, কেউ গাছে সিঁদুর দিচ্ছে, কেউ মাটিতে কপাল ঠেকাচ্ছে, কেউবা গাছটিকে সামনে রেখে জোড়হাত করে চোখ বুঁজে ধ্যান করছে।

- ওরা এখানে কী করছে আব্বু? রুহী জিজ্ঞেস করে।

- ঐ গাছটার পূজা করছে।

- পূজা করছে?-ঐ গাছটার ? রুহীর বিস্ময়ের যেন শেষ নেই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

- হ্যাঁ, ওরা গাছের পূজা করে।

ও, গাছটাকে ওরা ইলাহ্ মনে করে? রুহী শব্দটি শিখেছিলো এবার তা কাজে লাগায়।

-হ্যাঁ, আব্বু সায় দেন।

- কেন আব্বু, রুহী নিজেই আবার প্রশ্ন করে, গাছটা কি কিছু করতে পারে?

আব্বু হেসে বলেন-দেখছো না গাছটা কত বড়। এর কত ডাল-পালা, কত ঝুরি নেমেছে। এই গাছটার প্রাণ আছে।

- প্রাণ আছে? রুহী জানতে চায়।

- যা কিছুর জন্ম হয়, আব্বু বলেন-যা কিছু বাড়ে, মরে, তারই প্রাণ আছে।

রুহী হাঁটে- হাঁটে আর ভাবে। কথাটা তার কাছে সাফ হচ্ছে না।

আব্বু দাঁড়িয়ে বলেন, এই যে বটগাছটা দেখছো, এটি একদিন ছিলো না। ছোট্ট একটা বীজ থেকে এই গাছটা হয়েছে। সব গাছের মতই বটগাছেরও জন্ম হয়, বটগাছও বাড়ে, তারপর একদিন মরে যায়।

- মরে যায়? রুহী হাঁটতে হাঁটতে আব্বুর মুখের দিকে চেয়ে বলে।

-হ্যাঁ, আব্বু বলেন।

- বটগাছ কতোদিন বাঁচে?

- শত শত বছর।

- শত শত বছর? রুহী কথাটা বুঝবার চেষ্টা করে। দাদুর আশি বছর বয়স হয়েছে। দাদুর চেয়েও বেশী বাঁচে বটগাছ?

- মানুষ কতদিন বাঁচে আব্বু? রুহী জিজ্ঞেস করে।

- ষাট-সত্তর বছর বাঁচে। কেউ কেউ 'শ-দেড়'শ বছরও বাঁচে।

www.pathagar.com

- মানুষের চাইতে অনেক বেশী বাঁচে বটগাছ?

- ও, এ জন্যই বুঝি ওরা বটগাছের পূজা করে?

আব্বু সায় দেন।

রুহী ভাবে, এই গাছটির অতো শক্তি হলো কেমন করে? গাছটি তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে; এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে না, কিছু বলতে পারে না, করতে পারে না, তাকে কিনা আবার পুজা করে মানুষ!

পথে পড়লো একটি গ্রাম। সেই গ্রাম ছাড়িয়ে আবার মাঠ, পড়ো মাঠ। রাখাল গরু চরাচ্ছে এক পাশে; তুলতুলে দুর্বা বিছানো অনেক দূর পর্যন্ত। সামনের দিকে চেয়ে অবাক হলো রুহী। আরে, এ-কী! মাঠের উপর একটা মস্ত বড় বটগাছ। আর সেই বটগাছের গোড়ায় কয়েকটা লোক বেদম কুড়াল চালাচ্ছে। একটু ডর-ভয় নেই লোকগুলির- গাছটাকে কেটে ফেল্‌ছে!

- গাছটাকে কাটছে কেন আব্বু?

- এ দিক দিয়ে সড়ক যাবে। পথের উপর পড়েছে কিনা, তাই কেটে ফেল্‌ছে।

-তা হলে তো মানুষের ক্ষমতাই অনেক বেশী, তবু মানুষ গাছের পূজা করে কেন? রুহী পথ চলতে চলতে একবার আব্বুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে-কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম একদল লোক একটা বটগাছের পূজা করছে, আর এখানে কিনা আরেকদল লোক বটগাছের গোড়ায় কুড়াল চালাচ্ছে।

- আসল ইলাহ্ যে কে, ওরা জানে না, আব্বু বলেন- ওরা মনে করে ইট-পাথর আর গাছ পালাই বুঝি ইলাহ্।

পথ কম নয়, হাঁটতে হাঁটতে রুহীর পিয়াস লেগে গেল। বল্‌লো- আব্বু আমি পানি খাব।

- সামনেই একটা বড় দীঘি আছে; আব্বু বললেন, পানি খেয়ে নেবে ওখান থেকে। খুব পরিস্কার পানি।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরেই তারা দীঘির কিনারে এসে হাজির হয়। সাবেক কালের দীঘি। চার পাড়ে অনেক পুরানো উচুঁ উঁচু তালগাছ। একদিকে বটগাছের ছায়ায় ছোট্ট একটা পাকা দালান, বটগাছের ঝুরি গ্রাস করেছে দালানটিকে। দীঘির সিঁড়ির ইঁট খসে পড়েছে।

www.pathagar.com

২১ রুহীর প্রথম পাঠ

www.pathagar.com

অবাক কান্ড, দীঘির কিনারে এতো লোকের ভীড়, কি করছে লোকগুলো!

- এ দীঘিতে অনেক বড় বড় কাছিম আছে, কুমীর আছে, আব্বু বললেন।

- কাছিম আছে ? কুমীর আছে ? রুহী ঘাবড়ে যায়।

- মানুষ ওদেরকে গোশ্‌ত- মাছ খাওয়ায়।

- কেন আব্বু?

-ওরা মনে করে, এগুলো কাছিম না, কুমীর না, অন্য কিছু।

- ওই, ইলাহ্‌ মনে করে বুঝি? রুহী বলে।

-কেউ মনে করে জ্বিন, কেউ মনে করে এগুলি দেবতা, আব্বু বলেন।

- তাজ্জব তো! রুহী বিস্ময় প্রকাশ করে, তারপর আব্বুর মুখের দিকে চেয়ে চোখ দুটি বড় বড় করে বলে- খাবার না দিলে এগুলো বাঁচবে আব্বু?

- খাবার না পেলে কোন প্রাণীই বাঁচে না।

www.pathagar.com

২৩ রুহীর প্রথম পাঠ

www.pathagar.com

রুহী একটু চুপ করে থেকে বলে, আচ্ছা আব্বু, মানুষ কুমীরকে, কাছিমকে মারতে পারে না?

- আলবৎ পারে।

- তাহলে তো মানুষই এদের চাইতে বড়, মানুষেরই তো শক্তি বেশী, তবু মানুষ এদের পূজা করে!

-হ্যাঁ, আরো কত- কিছুর পূজা করে মানুষ।

রুহী ভাবে, মানুষ যাকে পুষতে পারে, কাটতে পারে, মারতে পারে, তারই আবার পূজা করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে রুহী।

বিশাল এক-একটা কুমীর সাঁতার কেটে কেটে আসছে ঘাটের দিকে।

রুহীর আর পানি খাওয়া হলো না, তার যেমন ভয় করতে লাগলো, তেমনি ঘেন্নাও করতে লাগলো- আমি এ পানি খাব না আব্বু, আব্বুর হাত ধরে বলে।

-তোমার ফুফুর বাড়ীতো সামনেই, ওখানে না হয় কিছু জিরিয়ে নেবো, আব্বু বললেন-পানি ওখানেই খাবে।

- ফুফুদের বাড়ী ছাড়িয়ে কিছু দূর এগোলেই বাঁদিকে এক টিলা। সেই টিলার কোলে এক

www.pathagar.com

কবর, অনেক লোকের ভীড়। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সব জাতের মানুষ। কেউ কেউ মাতম করছে, কেউ থেকে থেকে ডাক ছাড়ছে, কেউ দু'হাত

তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কেউবা কবরের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে আছে।

www.pathagar.com

- লোকগুলি মাতম করছে কেন আব্বু? রুহী দাঁড়িয়ে বলে- সংগে সংগে আব্বুও থামেন।

- এখানে একটি মাযার আছে, আব্বু বলেন।

- মাযার ?

- হ্যাঁ, একজন দরবেশের কবর।

- কিন্তু ওরা মাতম করছে কেন, আবার জিজ্ঞেস করে রুহী।

- ওরা তো যিকির করছে, আব্বু বলেন।

রুহী আব্বুর মুখের দিকে মুখ তুলে বলে-আমি একটু কাছে গিয়ে দেখবো আব্বু?

- যাও না, আব্বু রাস্তায় একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বললেন।

রুহী সড়ক ছেড়ে মাযারের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে কি, কয়েকজন লোক বসে বুকের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে আল্লাহু আল্লাহু করছে; একটি মেয়ে বলছে-আমাকে একটি ছেলে দে বাবা, আমাকে একটি ছেলে দে। একটি লোক চীৎকার করে বলছে-আমি খেতে পাই না আমায় খেতে দে। আরো কতজন কী যেন বলছে বিড় বিড় করে। তাজ্জব হয় রুহী- কার কাছে এসব চাইছে!

ভীড় হতে বেরিয়ে আবার সড়কে ওঠে রুহী। আব্বু দাঁড়িয়ে আছেন ছায়ায়। রুহী তার চোখের উপর চোখ রেখে বলে, এসব ওরা কার কাছে চাইছে আব্বু?

- এই মাযারে যে পীর সাব আছেন, তাঁর কাছে। সড়ক ধরে আবার হাঁটতে শুরু করেন আব্বু। রুহীও পাশে পাশে চলে।

- পীর সাহেবকে তো দেখলাম না আব্বু?

www.pathagar.com

- তিনি তো মারা গেছেন, এটি তাঁর কবর। পীরের কবরকেই মাযার বলে, রুহীকে বুঝিয়ে বলেন আব্বু।

-তা হলে তিনি কেমন করে ছেলে দেবেন, টাকাকড়ি দেবেন? রুহী প্রশ্ন করে।

- কেন দেবেন না? তিনি যে কামিল মানুষ, পীর! আব্বুর মুখে হাসি খেলা করে-।

- পীর সাহেব কী তাহলে ইলাহ্? -রুহী আবার প্রশ্ন করে।

আব্বু হেসে ফেললেন, নারে, মানুষ ইলাহ্ হতে পারে না। জিন্দা মানুষেরও ক্ষমতা নেই; যে মরে গেছে, সে এসব কী করে দেবে? একটু থেমে বলেন, তোমার দাদার সাথে এই পীর সাবের খুব ভাবছিলো আমাদের বাড়ীতেও প্রায়ই আসতেন।

- এই পীর সাবের ছেলে এখন পীর হয়েছে, না আব্বু?

- না, এঁর কোনো ছেলে-মেয়েই হয়নি, আব্বু বলেন- তোমার দাদার কাছে শুনেছি, এজন্য পীর সাব খুব দুঃখ করতেন।

ছেলে-পেলে হলো না বলে যিনি নিজেই দুঃখ করেছেন, মানুষ তাঁরই কাছে ছেলে-মেয়ে চাইছে, কী, হাস্যকর! রুহী আমোদ বোধ করে।

আরো মাইল খানেক দূরে নদী।

মাঠ হতে ছোট্ট একটা পায়ে হাঁটা পথ এসে উঠেছে একটা হাটে। গলির দু'পাশে ছোট ছোট ছনের ঘর। এক পাশে একটি টিনের চৌচালা। তারই চওড়া বারান্দায় দুটি লোক কাজ করছে-বাঁশের ফাঁলির উপর খড় পেচিয়ে কাদা-মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে- ওরা মূর্তি বানাচ্ছে।

www.pathagar.com

- দেখছো আব্বু, কতো বড়ো বড়ো খেলনা বানাচ্ছে? রুহী হাত তুলে বারান্দার দিকে ইশারা করে, হুজুর বলেন ঘরে খেলনা রাখলে গুনাহ, হয়।

- ও গুলিতো খেলনা নয়-আব্বু বলেন।

- খেলনা নয়তো কী ?

- দেবতা? দেবতা কারে কয় আব্বু ?

- ওরা মনে করে দেবতার অনেক ক্ষমতা, তার কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। পথ চলতে চলতে আব্বু বললেন।

- কী বোকা! রুহী আব্বুর পাশে পাশে হাঁটে আর বলে। মানুষ নিজে যাকে কাদা-মাটি দিয়ে বানায় তারই পূজা করে! মানুষ নিজে যাকে ভাঙে- গড়ে, সে আবার মানুষকে কী দেবে! লোকগুলি কিচ্ছু বোঝে না, রুহী মনে মনে বলে।

পথে আর একটি দীঘি পড়লো। নতুন দীঘি। দীঘির পাড়ে অনেক কলাগাছ। পানি ঘোলা। এখানেও ভীড় জমে উঠেছে। অনেক লোকের ভীড়।

- ওরা কী করছে আব্বু? রুহী প্রশ্ন করে।

- ওদের পূজা শেষ হয়েছে, এখন দেবতা- গুলিকে ওরা পানিতে ফেলে দিচ্ছে।

রুহী দেখলো ঘাড়ে করে কতগুলি মূর্তি এনে ওরা ফেলছে পানিতে, দেবতাগুলিকে ভাসিয়ে দিচ্ছে, ডুবিয়ে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

- ওরা দেবতাদের বানাতে পারে, ভাঙতে পারে, রুহী আব্বুর মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ের স্বরে বলে, -পানিতে ফেলে দিতে পারে, আর এই দেবতাগুলির পূজা করে! এই দেবতার চেয়ে তো ওরাই বড়!

- হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। আব্বু বলেন-যে বানায়, যে সৃষ্টি করে সেই তো বড়। এই দেবতাগুলির কোনো ক্ষমতাই নেই, আসলে এরাই মানুষের হাতের খেলনা, মানুষ এদের থেকে অনেক বড়।

রুহী বুঝতে পারে দেবতাগুলি মানুষের হাতের তৈরী পুতুল ছাড়া আর কিছু না। মানুষ এসব মূর্তি বানাতে পারে, ভাঙতে পারে, ডোবাতে পারে! কেবলই কি তাই? সে পাথর ভেঙে গুঁড়া করতে পারে, বড় বড় বট গাছ কেটে ফেলতে পারে, জীব-জানোয়ারকে বন্দী করে পুষতে পারে, মারতে পারে, কী না করতে পারে মানুষ! মানুষকে ঐসব পুতুল কী দিতে পারে? কিছুই না। পথ চলতে চলতে রুহীর মনে নানা কথা জাগে, কখনো সে মনে মনে ভাবে, কখনো সে মুখ ফুটে এ কথা সে কথা বলে। আব্বু তাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। এক সময় ওরা নদীর পাড়ে এসে পৌঁছায়।

আজ অনেক লোকের ভীড়। মাছ ধরার মৌসুম শুরু হয়েছে। ছোট্ট নদী কিন্তু বেশ গহীন এবং তাতে দেদার মাছ। প্রতিবছর এ সময়টাতে এ নদীতে মাছ ধরতে আসে লোকেরা। এ নদীতে স্রোত নেই। উজানে ভাটিতে চর পড়ে মাইল দুয়েক জাগা জুড়ে হ্রদের মত সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষায় সব ডুবে একাকার হয়ে যায়। হেমন্তে চর ভেসে উঠ্‌লে এ বদ্ধ জলাটিতে আট্‌কা পড়ে অনেক মাছ।

ছিপ ফেলে সবাই বসেছে। রুহী তাজ্জব বনে যায়। খালি আব্বুই না,-অনেক মানুষই দেখি মাছ ধরার জন্য পাগল!

www.pathagar.com

- আব্বু, রুহী জিজ্ঞেস করে, ওরা রোজ মাছ ধরতে আসে?

- তা কেমন ক'রে হয় ? আব্বু জবাব দেন, রোজ মাছ ধরতে এলে চলবে কি করে? ঘর-সংসারের কাজ-কাম আছে না?

- আজ তো অনেক মানুষ এসেছে, রুহী বলে।

- হ্যাঁ, আজকাল মাছ খুব ধরা পড়ছে, আব্বু বলেন, দিনটাও খুব নীরব, এমন দিনে মাছ সহজেই ধরা পড়ে।

আব্বু পয়লা পানিতে চারা ফেলেন, তারপর বড়শিতে টোপ গেঁথে পানিতে ছুঁড়ে মারেন।

আব্বুর হাতে একটা ছিপ আর রুহীর হাতে একটা ছিপ।

তাদের কাছেই বসেছে ভুড়িওয়ালা একটা লোক। লোকটির পরনে লুঙ্গী আর গায়ে গেঞ্জী। কিছুক্ষণ পর পর ডিব্বা খুলে পান মুখে দিচ্ছে লোকটা। তার একারই ছিপ তিনটা, ছিপের কাছে ঘন দামলাচ্ছে মাছ, লোকটি বাঁ হাতে মোচে তা দিয়ে বলে, আজ একটা রুই না ধইরা যামু না।

আব্বুর ছিপের কাছে মাছের নড়াচড়া নেই। রুহীর ছিপের কাছেও না। মাছ সব ঐ লোকটির ছিপের কাছে নড়াচড়া করছে, লোকটির ঠোঁটে হাসি, চোখ দুটি তার জ্বল জ্বল করছে।

- আব্বু, রুহী বলে আমাদের বড়শিতে মাছ ধরবে না।

- কেন? আব্বু জিজ্ঞেস করেন।

www.pathagar.com

- দেখো না, একটা মাছও নড়ছে না, রুহী বলে। তার মনে একটুও আশা নেই। আশে পাশে মাছ নড়াচড়া করছে না, ছিপে কেমন করে মাছ ধরবে? কিছুক্ষণ পর হাত তুলে ইশারা করে-

-ঐ লোকটাই আজ মাছ ধরবে।

আব্বু রুহীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলেন- কেমন করে তা জানলে?

- বা রে, রুহী চোখ বড় বড় করে বলে, লোকটার বড়শীর কাছে মাছ নড়াচড়া করছে, মাছ তো ওর বড়শীতেই ধরবে।

রুহীর কথা শেষ হতে পারলো না; লোকটি খুশীতে প্রায় চীৎকার করে ওঠে- একটা মস্ত বড় মাছ আটকা পড়েছে তার ছিপে। কী উল্লাস ওর! সূতা ঢিল দিয়ে খেলাতে খেলাতে বলে- বলছিলাম না, আজ একটা মস্ত রুই না ধইরা যামু না, বাছাধন এতক্ষণে আইসা ধরা দিছো।'

লোকটির বাঁকা ছিপের আগার দিকে চেয়ে সবাই তামাশা দেখে। কারো কারো মনে হিংসাও যে না হলো, তা নয়, অতো বড়ো একটা মাছ আটকা পড়েছে লোকটির ছিপে। ওদের বড়শীতে এখনো তেমন কিছুই ধরলো না।

অনেক্ষণ খেলাতে খেলাতে লোকটি মাছটিকে পাড়ের কাছে ভেড়ায়। তারপর যখন তুলতে গেলো ওমা, মাছ কোথায়? এ যে মস্ত বড় এক কাছিম! তারপর হঠাৎ সূতা কেটে কাছিমটি ধপ্ করে পানিতে পড়ে গেলো।

এবার সকলে মিলে হাসাহাসি শুরু হলো।

www.pathagar.com

আব্বু বললেন- লোকটি এমনভাবে কথা বলছিল যেন নদীর মাছ তার পোষা পায়রা। ডাক দিলেই হাতে বসে গম খেতে শুরু করবে!

রুহী তো পায়রা পোষে, আব্বুর কথায় তার হাসি পেলো।

- কতো যেন ক্ষমতা, আব্বু আবার বলেন, একটা মস্ত রুই না ধরে আজ যাব না। এখন কাছিম তার বড়শীটাই কেটে নিয়ে গেলো! মানুষের ইচ্ছা মতো কি আর সব কিছু হয়? - হয় না।

- তাই তো, রুহী সায় দেয়। তার মনে প্রশ্ন, মানুষ ইচ্ছে মতো তার ছিপে মাছ আটকাতে পারে না কেন? লোকটার ছিপের কাছে অতো মাছ নড়াচড়া করছে, কিন্তু একটা মাছও বড়শীতে ধরলো না, ধরলো কিনা একটা কাছিম।

আবার চুপ করে ওরা নিজ নিজ ছিপের ফাত্নার দিকে চেয়ে থাকে। মাছ যে ধরবে সে আশা বড় একটা নেই।

কিছুক্ষণ পর হল কি, আব্বুর ছিপে সুতায় টান পড়ে ফাত্না একেবারে পানির নীচে চলে গেল। টান দিতেই ছিপ একেবারে বেঁকে উঠলো। আরে, কাছিম আটকা পড়েছে বুঝি!

না সত্যি সত্যিই একটা মাছ আটকা পড়েছে- মাঝারি ধরনের একটা রুই।

রুহী বড় বড় চোখ করে তাকায়। কী মজা! আশ পাশে মাছের নড়াচড়া ছিলো না একদম। মাছ যে ধরবে, সে আশা ওরা ছেড়েই দিয়ে ছিলো; অথচ কোথেকে একটা মাছ এসে আব্বুর ছিপে আটকা পড়ে গেলো!

www.pathagar.com

- দেখলে তো, মাছটা তুলে খলুইতে রাখতে রাখতে আব্বু বলেন,

মানুষ জানে না কার বড়শীতে মাছ ধরবে, কার বড়শীতে ধরবে না!

- কেউই না ? রুহী জিগ্‌গেস করে।

- না, আবার টোপ গেঁথে আব্বু বড়শী পানিতে ফেলেন, কেবল একজনই জানেন।

- কে আব্বু?

- কেবল ইলাহ্‌ই জানেন, আব্বু বললেন, তিনি যার বড়শীতে ইচ্ছা করেন, তার বড়শীতেই মাছ ধরে।

ইলাহ্! রুহী মনে মনে শব্দটি আওড়ায়; এই ইলাহ্‌র কথাই বুঝি কলেমায় আছে? এই ইলাহ্'র কথাই বুঝি হুজুর শিখিয়েছেন।

কিন্তু কই, ইলাহ্‌কে তো চোখে দেখি না। তাঁর সাথে তো কখনো দেখা হলো না! রুহী মনে মনে বলে, যাঁকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তাঁরই এতো ক্ষমতা! তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। ভাবতে গিয়ে রুহী তাজ্জব বনে যায়।

- কিন্তু ইলাহ্‌কে তো দেখি না আব্বু, রুহী আব্বুর মুখের দিকে চেয়ে বলে।

আব্বু তার কথার জবাব না দিয়ে বলেন- চলো এখন উঠি, আজ আর মাছ ধরা যাবে না।

- জ্বি, আব্বু, গাঙে বড় বড় ঢেউ উঠে গেছে।

- হ্যাঁ, তা-ই, ঢেউ উঠলে মাছ ধরা যায় না, আব্বু বলেন, কিন্তু হঠাৎ ঢেউ কেন উঠলো বলো তো !

www.pathagar.com

- জোরে জোরে বাতাস বইছে যে।

- বাতাস কোথায়? আব্বু বলেন।

রুহী বিস্ময় বোধ করে, বলে বাতাস তো গায়ে লাগছে, বাতাসের ধাক্কায়ই তো ঢেউ উঠছে।

- কিন্তু বাতাস কি দেখতে পাচ্ছ? আব্বু ঠোঁটে হাসির রঙ মাখিয়ে প্রশ্ন করেন।

- না, বাতাস তো দেখা যায় না।

- হ্যাঁ, বাতাস দেখা যায় না, তবে টের পাওয়া যায়, কী বলো?

- জ্বী, রুহী বলে।

- বাতাসের কাজ দেখেই বোঝা যায়, বাতাস আছে তাই না? আব্বু বলেন।

রুহী আব্বুর মুখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে।

- আল্লাহ্‌র কাজ দেখেও টের পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ আছেন।

রুহীর চোখ দুটো এবার আরো বড় হয়ে ওঠে। আব্বু ছিপ হাতে নিয়ে উঠে পড়েছেন। নদীতে ঢেউ উঠেছে বড় বড়। আজকের মতো মাছ ধরা শেষ। বেলাও পড়ে এসেছে। এখন ঘরে ফিরতে হবে।

- দুচোখ মেলে যা কিছু দেখছো, সবই তো আল্লাহ্‌র কাজ, ছিপে সুতা পেঁচাতে পেঁচাতে আব্বু বলেন।

- সব ? রুহীর বুঝতে কষ্ট হয়।

- হ্যাঁ, তুমি- আমি এই আসমান-যমীন -এই লতাপাতা, ফল-মুল পোকা-মাকড়, জীব-জানোয়ার, মাঠ-ঘাট, নদী-পাহাড়, চাঁদ-সুরুজ- সবই তো আল্লাহ্‌র কাজ। এসব দেখেই তো বুঝি তিনি আছেন। কথা শেষ করে আব্বু একটু থামেন, তার পর বলেন চলো, আর দেরী করা যায় না। জাবেদ সাব রাগ করবে।

রুহীও উঠে পড়ে। খলুই, ছিপ আব্বুর হাতে। রুহীর হাতে কেবল ছাতা। রুহী আব্বুর পিছে পিছে হাঁটে।

www.pathagar.com

কিছু দূর এসে আবার সেই বাজার পড়লো পথে। তখনো দুটি লোক একটি ঘরের বারান্দায় খড়-বাঁশ আর কাদা-মাটি দিয়ে মূর্তি বানাচ্ছে।

- আচ্ছা, মানুষ যদি না বানাতো, এই মূর্তিগুলি কী তৈরী হতো? হাঁটতে হাঁটতে আব্বু জিজ্ঞেস করেন।

- কেউ না বানালে মূর্তি কেমন করে হবে? রুহী হেসে জবাব দেয়।

- মানুষই এই মূর্তিগুলি বানাচ্ছে, তাই না?

- জ্বী, আব্বু।

- এই লোকগুলিই ঠিক করেছে- মূর্তিগুলির নাক, মুখ, চোখ মেন হবে, হাত-পা কেমন হবে, তারপরই না বানাচ্ছে ! আব্বু বলেন।

রুহী আব্বুর কথা শোনে আর চুপ করে হাঁটে।

- তা হলে এই যে তুমি আমি, এমন চমৎকার মানুষ, আমরা কী এমনি হয়ে গেছি?

- এমনি কেমন করে হয়? রুহী বলে।

- এমন নাক, মুখ, চোখ, কান, হাত, পা নিয়ে তোমার আমার এই যে শরীরখানা- এমনিই হয়ে যায়নি কী বলো ?

www.pathagar.com

৩৭ রুহীর প্রথম পাঠ

www.pathagar.com

- জ্বী আব্বু, রুহী পিছন থেকে বলে।

- একজন পছন্দ করে বানিয়েছেন, তাই না?

রুহী সায় দেয়।

- যিনি আমাদের পছন্দ করে বানিয়েছেন, তিনিই তো আল্লাহ্, আব্বু বললেন- আল্লাহ্ই একমাত্র ইলাহ্, কলেমা মানুষকে এই কথাই শেখায়, মানুষ কেবল আল্লাহ্কেই মানবে, তাঁর কাছেই মাথা নোয়াবে।

রুহী কথা বলে না, নিঃশব্দে হাঁটে, ইলাহ্ কী, আল্লাহ্ কী, সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে। আল্লাহ্কে তাহলে দেখা যায় না, তবে তাঁর কাজ দেখা যায়, কাজ দেখে বোঝা যায়, তিনি আছেন, তিনি সবকিছু করতে পারেন।

হাটের শেষ কিনারে ডাক পিওনের সাথে দেখা, বললো- সাহেব আপনার চিঠি।

- কে লিখেছে আব্বু ? তোর ছোট চাচা।

পোস্টকার্ডের উপর চোখ বুলিয়ে আব্বু চিঠিখানা এক নযরে পড়ে ফেলেন। দুঃসংবাদ আছে। এবার জমিতে ফসল ফলেছিল খাসা। যমীনে সার দেওয়া হয়েছিলো ঠিকমত, পানিও দেওয়া হয়েছিলো, ধান পেকে আসছিলো। হঠাৎ কিনা পানি এসে সব ডুবিয়ে দিয়েছে। এক মুঠো ফসলও তুলতে পারে নি !

আব্বুর মুখে হাসি খেলা করে।

- কী লিখেছে আব্বু? রুহী জানতে চাইল।

আব্বু হাঁটতে হাঁটতে চিঠিটা জোরে জোরে পড়ে শোনান।

- ও বুঝতে পারছি, রুহী বলে।

- কী বুঝলে, আব্বু প্রশ্ন করেন।

- সব ক্ষমতা আল্লাহ্র, রুহী বলে, আল্লাহ্ যার যমীনে ধান দেবেন, সেই ধান পাবে, তিনি যাকে দেবেন না, তার ধান পানিতে ডুববে।

www.pathagar.com

- হ্যাঁ তাই, আব্বু বলেন, মানুষ জমিতে ফসল ফলাতে পারে কিন্তু সে ফসল পাবে কি পাবে না, তা আল্লাহ্‌ই জানেন। মানুষ ক্ষেতে ফসল ফলায়, সেই ফসল খরায় নষ্ট হয়, শীলে ধূনা ধূনা হয়ে যায়, সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

রুহী কথা বলে না। দু'জনেই তারা চুপ করে হাঁটছে।

আসমানে মেঘ নেই, বাদল নেই, হঠাৎ কেমন করে এক টুকরো মেঘ কোথা হতে উড়ে এলো। আচমকা ঝম ঝম করে শুরু হয়ে গেলো বিষ্টি।

তাড়াহুড়া করে ছাতা মেলতে যাচ্ছিলো রুহী; তার আর দরকার হলো না, হাওয়ার সাথেই আবার কোথায় উধাও হয়ে গেলো মেঘ।

- দেখছো আব্বু; রুহী বলে, পথের ডান পাশে বিষ্টি হয়েছে, বাঁ পাশে একটা ফোঁটাও পড়েনি।

- তাই তো !

- এও আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা, তিনি স্থির করেছেন এ পাশের যমীন পানি পাবে, ও পাশের জমিন পাবে না।

রুহী কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবে, তারপর বলে- এটা কী ঠিক হলো আব্বু, এ পাশের যমীন পানি পাবে, আর ও পাশের যমীন পাবে না?

- হ্যাঁ, তোমার আমার তাই মনে হবে, কাজটা ঠিক হলো না, আব্বু বলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌ই জানেন, কার কী দরকার, কাকে কী দিতে হবে।

- তাই? মেনে নিতে যেন কষ্ট হয় রুহীর, কেমন করে আব্বু ?

- বারে, তিনি যে সবকিছু বানিয়েছেন। কার কী দরকার, তিনি জানবেনা তো কে জানবে ? আমরা দেখি না- হয়তো মাটির নীচে একটা কীটকে বাঁচানোর জন্য এই বিষ্টি হলো।

www.pathagar.com

ততোক্ষণে ওরা একটা গাছতলায় এসে পড়েছে, রাস্তার পাশে একটা গর্তে পানি জমে আছে। ওযু করা যেতে পারে, আসরের নামাযের সময় যাই করছে।

-এখানে নামাযটা একটু সেরে নিই, আব্বু বলেন।

রুহী গাছ তলায় বসে পড়ে। ওযু করে আব্বু নামাযে দাঁড়ান ঘাসের উপর।

রুহীর পেটের খিদে যায়নি। হঠাৎ তার মনে পড়লো কয়েকটা পিঠা বেঁচে গেছে। নদীর পাড়ে ওরা খই-মুড়ি খেয়েছে। পিঠা ক'টি রয়েছে একটা থলিতে, কাগজে মোড়ানো। একটা রুমাল বিছিয়ে পিঠাগুলি তার ওপর রাখে। শক্ত হয়ে গেছে; তবু পেটে খিদে। আব্বু নামায শেষ করতে করতে খেয়ে নেবে সে।

এরি মধ্যে আচমকা হলো কি, একটা কাক ছোঁ মেরে একটা পিঠা নিয়ে একেবারে গাছের আগডালে গিয়ে বসলো।

রুহী হা করে চেয়ে থাকে।

আব্বু নামায শেষ করেছেন। রুহী তখনো কাকটার দিকে চেয়ে আছে।

আব্বু বলেন- কী দেখছো ?

- কাকটা না একটা পিঠা নিয়ে গেছে।

আব্বুর ঠোঁটে হাসির রঙ লাগে।

- হাসছো কেন আব্বু?

- তোমার আম্মু তোমার জন্য পিঠা বানিয়ে দিয়েছেন, সে পিঠা এসে নিয়ে গেলো কাকে!

কোথেকে যে এলো কাকটা, রুহীর গলায় বিস্ময়।

- মানুষের কিসমতে কখন কী আছে মানুষ জানে না,

আব্বু বলেন, এই দেখোনা, কোথেকে এক কাক এসে তোমার পিঠায় ভাগ বসিয়ে দিলো। কী করে তা হলো ?

- আল্লাহ্ এই পিঠায় কাকের রিযিক রেখেছিলেন, তাই না আব্বু? রুহী আব্বুর মুখের দিকে চেয়ে বলে।

www.pathagar.com

- হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, আব্বু বলেন, নইলে নদীর পাড়ে পিঠা খাওয়া হলো না কেন। এখানে এসে নামাযের সময়ই বা কেন হলো।

- সবই তা হলে ইলাহ্‌র কাজ? রুহী বলে

- হ্যাঁ, সবই তাঁর কাজ, তিনি যা চান তাই হয়, তাঁর নিয়মেই সব কিছু চলে, আব্বু উঠতে উঠতে বলেন।

রুহী তখনো বসে আছে। চোখের পলক না ফেলে সে চেয়ে আছে রুমালের উপর রাখা পিঠার দিকে। এরই মাঝে কোত্থেকে সার বেঁধে পিঁপড়া আসতে শুরু করে দিয়েছে, কয়েকটা পিঁপড়া পিঠার উপর উঠে ঘুরে ফিরে পিঠাগুলিকে জরীপ করছে।

আব্বু হাসেন।

- হাসছো কেন আব্বু ? রুহী প্রশ্ন করে।

- আল্লাহর কাজ দেখে।

- আল্লাহ্‌র কাজ কোথায় ?

- এই যে তোমার আম্মু পিঠা বানিয়েছেন তাতে আল্লাহ্‌ কাকের রিযিক রেখেছেন, এই গাছতলার পিঁপড়ারও রিযিক রেখেছেন। একটু চুপ করে থেকে রুহী বলে, আমি যদি পিঁপড়াগুলিকে মেরে ফেলি?

- সেও আল্লাহ্‌রই মর্জি, তখন বুঝতে হবে তোমার হাতে ওদের মরণ ছিল বলে আমরা এখানে এসে বসেছি।

রুহী একটা পিঠা টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয় আর দলে দলে পিঁপড়া এসে টুকরাগুলিকে ঘিরে ফেলে। রুহীর চোখের পলক পড়ে না।

www.pathagar.com

আব্বু বলেন- এখন উঠো; এমনিতে দেরী হয়ে গেছে। মিলাদে শরীক না হ'লে ওরা রাগ করবে।

আবার ওরা পথ ধরে।

বাড়ী পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। রুহী অবাক হলো। আব্বুও। পাশের বাড়ীতে এখন মওলুদ শুরু হওয়ার কথা, অথচ মওলুদের সুর শোনা যাচ্ছে না; কান্নার আওয়াজ আস্‌ছে।

ঘরে পা ফেলতে না ফেলতেই আম্মু বললেন, ওগো, শুনছো !

- কী হয়েছে? আব্বুর গলায় ভয়ের ছাপ।

- জাবেদ সাব নেই।

- বল কী ! দুই চোখ কপালে তুলে আব্বু বলেন।

- এই কিছুক্ষণ আগে হার্টফেল করেছেন।

আব্বুর মুখে আর কোনো কথা সরলো না।

রুহীও একেবারে বোবা হয়ে গেলো।

আম্মু কী চোখেও দেখছেন না, রুহী রেগে গেল।

- ওতো আমার ভাতই গিলছে !

- না আব্বু, কেউ অন্যের ভাত গিলতে পারে না, আম্মু রুহীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আদর মেশানো গলায় বলেন, আল্লাহ্ যার কিসমতে যা রেখেছেন, তাই সে খাবে। এই বর্তনের ভাত তিনি ফৈজীর কিসমতে রেখেছেন- তুমি খাবে কেমন করে?

www.pathagar.com

একটু চুপ করে থেকে রুহী বলে, - কিন্তু আমি যদি না উঠতাম?

- তোমাকে উঠতেই হতো, আম্মু বললেন, আল্লাহ্ যে চান এ বর্তনের ভাত তুমি খাবে না, ফৈজীর পেটে যাবে।

রুহী আর কথা খুঁজে পায় না। আর একটা প্লেট নিয়ে সে ফৈজীর পাশে বসে পড়ে। ভাত মুখে দিতে দিতে হঠাৎ তার হাসি পেলো, আজব তামাশা বটে, এই ভাত খেতে হবে বলেই নিজের বর্তন ছেড়ে তাকে উঠে পড়তে হলো।

তাহলে কে কী খাবে, না খাবে মানুষ তা জানে না, আল্লাহ্ই তা স্থির করেন, আল্লাহ্ই তা জানেন।

রুহীর মনে হলো আল্লাহ্কে যেন সে আরো পষ্ট করে চিনতে পারছে।

আজই না মওলুদ পড়ে তাঁর নতুন বাড়ীতে ঢুকবার কথা ছিলো। জীবনে কখনো অসুখ বিসুখ হয়নি, আব্বুর চেয়ে বয়সে কত ছোট। কী চমৎকার স্বাস্থ্য, বাড়ী বানিয়েছিলেন শখ করে। বাড়ী পড়ে রইলো, জাবেদ সাব চলে গেলেন, আর কোনোদিন ফিরবেন না !

তা হলে কে কোথায় কী ভাবে মারা যাবে, তা আল্লাহ্ই জানেন। রুহী মনে মনে বলে, ঘর বানিয়ে সে ঘরে মানুষ থাকতে পারবে কী পারবে না, তা মানুষ জানে না।

- আব্বু, রুহী জিগায়, ওরা ডাক্তার ডাকেনি?

- সে সুযোগ পেল কৈ, আব্বু জবাব দেন, হঠাৎ মারা গেছে।

www.pathagar.com

- হঠাৎ কেন লোক মারা যায় আব্বু ? রুহী আবার প্রশ্ন করে। রোগ না হলেও মানুষ মারা যেতে পারে?

- হ্যাঁ, আর এও হয় আল্লাহ্‌র নিয়মে, আব্বু জবাব দেন, কে কোথায় মরবে, কেমন করে মরবে, কেউ জানে না।

- ডাক্তারেও না ? রুহীর চোখে জিজ্ঞাসা।

- না, কেউ জানে না, কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন।

আব্বুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে রুহী; তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, কেমন করে জানেন আব্বু?

- বারে, তিনি যে বানিয়েছেন। তিনি সব কল-কব্জার কথা জানেন।

- কল-কব্জা ! রুহীর বুঝতে কষ্ট হয়।

- হ্যাঁ, যে মেশিন বানায়, সে-ই মেশিনের কল-কব্জার খবর রাখে। সে-ই বলতে পারে মেশিনটি কেমন করে চালালে কতদিন চলবে।

মানুষের শরীরটা তো একটা মেশিনই। আল্লাহ্‌ হলেন মানুষের কারিগর। তিনি মানুষের সব খবর রাখেন।

রুহী চুপ করে থাকে। আল্লাহ্‌কে সে দেখেনি- কিন্তু তাঁর কাজ যেন পষ্ট দেখতে শুরু করেছে। তিনি যে আছেন

তা যেন সে অনুভব করছে। চুপ করে সে আম্মুর কোল ঘেঁষে বসে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাগ্‌রিবের আযান হয় কিছুক্ষণ পরই। আব্বু নামায সেরে বেরিয়ে গেলেন। রুহীকে নিয়ে আম্মু ঢোকেন পাকঘরে। ভাত বেড়ে সব ক'টি ছেলে-মেয়েকে ডাকেন। মাদুর বিছিয়ে বসতে দিলেন সবাইকে, বর্তন সাজিয়ে এক-একটি বর্তন এক-একজনের সামনে রাখলেন।

ভাতের উপর হাত রেখে রুহীর মনে হলো, ভাল করে হাত ধোয়া হয়নি। সংগে সংগেই সে বর্তন রেখে গ্লাস হাতে নিয়ে উঠে পড়ে, বারান্দায় গিয়ে হাত ধোবে।

ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে রুহী আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। এসে দেখে কী- তার জায়গা বেদখল হয়ে গেছে!

তার ছোট ভাই ফৈজী এসে বসে পড়েছে সেখানে, আর তার বর্তন থেকে মজাসে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

- আম্মু, রুহী চীৎকার করে ওঠে, ফৈজী আমার ভাত খেয়ে ফেল্‌ছে।

- তোমার ভাত খেয়ে ফেলছে ! আম্মুর মুখে হাসি।

- জ্বী, আমি উঠতেই ফৈজীটা আমার বর্তন নিয়ে বসে পড়েছে।

- তাইতো, আম্মু বলেন, কিন্তু ফৈজী তোমার ভাত খাচ্ছে তোমাকে কে বল্‌লো ?

- আরে, তুমি দেখছো না ! আমার জায়গায় বসেছে আর আমার পাতের ভাত গিল্‌ছে।

- ফৈজী তো ফৈজীর ভাত খাচ্ছে, আম্মু বলেন।

www.pathagar.com

১৭ রুহীর প্রথম পাঠ

www.pathagar.com

www.pathagar.com